চক্রব্যূহ

অশোক তাঁতী

একই টেবিলে তারা বসেছিল। প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, আমার নাম অভিমনু বট্যে।

—কি? অভিমন্যু? বা বেশ বেশ। অভিমন্যুকে আর এক পেগ স্কচ দাও।

এত দামি দোকানে সে কোনোদিন ঢোকেনি। এতো ভালো ধেনোও সে আগে কখনো খায়নি। আহা, যেন সঙ্গে আছে। কেমন ধোঁয়াধোঁয়া পারিজাত গন্ধ। ছোট পোশাকে পরিহুরি ঘুরে বেড়াচ্ছে। গায়ে ছোঁয়া দিচ্ছে।

তিনি বললেন, বড় একটা কাজে নামার আগে মনটা ভাল রাখতে হয়। খাও হে অভিমন্যু।

তিনি নিজে হাতে দু-টুকরো চিকেন তন্দুরি অভিমন্যুর পাতে তুলে দিলেন।

ইঁদুরের মাংস ঝলসে নুন লাগিয়ে খাওয়া। সে ভেবেছিল ঐটাই পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো খাবার। তার বাইরে এমন পোড়া মুরগী। আহা অমৃত। কি একটা কাজ তাকে করতে হবে, তার জন্য এত ভাল স্বপ্ন দেখা। ছোটন বলেছিল, কাজকম্ম লাই কইছিস, চল কেনে বাবুর ঠেঙে। কাম আছে। ঠিক করে করলে পারমেন্ট চাকরী।

একটা ছোট কাজের জন্য এখন খিল্লি দেওয়া সুন্দরীরা তার গায়ে নিশ্বাস ফেলছে। ভাবতেই গা ছমছম। আর তার পাড়ার উত্তরা? দূর দূর কার সাথে কার তুলনা। শুধু একটা কাজ। বাবু বলেছে, অভিমন্যুবাবু ছোট্টো কাজ, করে দিতেই হবে। ঐ শুয়োরের বাচ্চা অফিসারটা আমাদের কাজ দিতেই চায় না। ওটাকে একটা রদ্দা দিলেই ব্যাস। বাছাধন বাপ বাপ বলে কাজ দেবে।

এমন জায়গায় আসতে পেলে সে অমন কাজ দেদার করে দেবে। ছোটন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। উ ভুঁড়িদারটোকে দুঘা কঁসাইন দিতে হবে। ব্যাস। উর নাম এম ডি। উ কারখানাটোর আসল ঠিকাদার বট্যে।

বাবু তার প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বলে, নিন, খান।

এতো বড় সাদাকাঠি সে কুনোদিন দ্যাখে নাই। কেমন ধবধবে মেমের মতো গা। আয়েস করে দুটো টান দিয়ে মনে পড়ল লোকটার পাশে সব সময় একজন থাকে। সে বলল, উ বন্দুক?

—আরে না। কোনো ভয় নেই। আমরাও কাছাকাছি থাকব। ঘিরে ধরব। তুই শুধু মেরে ব্যাটার দুটো দাঁত ফেলে দিবি।

পরদিন সকালে অভিমন্যু দেখল দলবল সব আছে। ঠিকাদার লোকটা বড় একটা গাড়ি থেকে নামছে। সে লোকটাকে বেদম দুটো ঘুষি মারে। তখনই ছোটন আর বাবু এগিয়ে আসে। তাকে ধরে পেটাতে শুরু করে। অভিমন্যু অবাক হতে হেতে মাটিতে পড়ে

যায়। বাবু মোটা লোকটাকে বলে, স্যার, আপনার লাগেনি তো? এরা সব অন্য ইউনিয়নের লোক। আমরা দেখছি। আপনাকে কতবার বলেছি, আপনি তো আমাদের পাত্তাই দেন না।

এম ডি তাঁকে ডেকে বলেন, ব্যাপারটা পাঁচকান করবেন না। বুঝতেই পারছেন চারপাশে এতো মিডিয়া। আমার সম্মান থাকবে না।

—সে কথা বলতে স্যার। কোনো ফটোই ওঠেনি, স্যার। আমরা আপনার ভালো চাই স্যার।

—আপনাদের ইস্যুগুলো নিয়ে আসুন আলোচনা করা যাবে। একসাথে বসলে সব কিছুর সমাধান হয়।

—হ্যাঁ স্যার, নিশ্চয়ই স্যার।

দুজনের মুখেই বত্রিশ পাটি হাসি।